বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর

উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা মঞ্জুরী প্রদানের

নীতিমালা ও পদ্ধতি

গবেষণা বিভাগ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

ভূমিকা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশে ও বিদেশে সুপরিচিত। প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি বিগত পাঁচ দশকের অধিক কাল যাবৎ কাজ করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো পল্লীর জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োগের জন্য সরকারের কাছে তুলে ধরা। একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে একাডেমীতে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের প্রায় সকল প্রকারের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। একাডেমী পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করে যাচ্ছেঃ

ক) পল্লী উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা।
খ) পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি কর্মকর্তা ও অন্যান্যদের জন্য প্রশিক্ষণ পরিচালনা।
গ) উন্নয়ন সম্পর্কি তত্ত্ব/মতবাদ এবং ধারণার মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা।
ঘ) পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচীসমূহ ও কার্যক্রমের মূল্যায়ন।
ঙ) এতদ্ বিষয়ে সরকার ও অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান।
চ) দেশ ও বিদেশের শিক্ষার্থীগণকে তাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভ তৈরীতে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন।
ছ) গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন।
জ) নীতিনির্ধারকগণকে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে সামগ্রিক সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-এর কার্যক্রম বার্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৬ এর আওতায় পরিচালিত হয়ে থাকে। এ অধ্যাদেশে বার্ডের অন্যতম প্রধান কাজ হলো পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহের উপর গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনা করা এবং এসকল গবেষণা সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল বাংলাদেশের নীতি নির্ধারক, পেশাজীবী, গবেষক ও সংশিøষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবহিত করা। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে মৌলিক গবেষণা (Basic Research) ও ফলিত গবেষণা (Applied Research) পরিচালনায় বাংলাদেশের পেশাদার (Professional) গবেষক ও সংশিøষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ সকল গবেষণায় জড়িত করা এবং তাদেরকে এ কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করাই এ গবেষণা মঞ্জুরী কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। সেসঙ্গে একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য পল্লী অঞ্চলে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নতুন উদ্ভাবনী চিন্তার প্রসার ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদানের লক্ষ্যে গবেষণা ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে অবদান রাখা।

১.০। গবেষণা ক্ষেত্র ও গবেষণা প্রস্তাবনা নির্বাচন পদ্ধতি

১.১। উলিøখিত উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-এর পক্ষে গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশে বিদ্যমান এবং পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচিত বিষয় ও 'ইস্যু'সমূহ সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে প্রাথমিক জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করবে। অতঃপর চিহ্নিত বিষয়বস্তুর একটি তালিকা একাডেমীর বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে আলোচনা ও চূড়ান্তকরণের জন্য উপস্থাপন করবে। পরবর্তীতে মহাপরিচালক নির্ধারিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য অনুমোদন দিবেন এবং পরিচালনা পর্ষদকে এতদ্‌বিষয়ে অবহিত করবেন। গবেষণা মঞ্জুরী কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গবেষণা বিভাগ অনুমোদিত

বিষয়বস্তুর উপর জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান করবে। গবেষণা প্রস্তাবনা আহবানের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আগ্রহী গবেষকগণ গবেষণা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য অনুমোদিত গাইড-লাইন **(সংযুক্তি-ক)** অনুযায়ী গবেষণা প্রস্তাবনা একাডেমীর গবেষণা বিভাগে দাখিল করবেন।

১.২। তাছাড়াও এই গবেষণা মঞ্জুরী কার্যক্রমের অধীনে বাংলাদেশের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়নরত এম. ফিল ও পিএইচডি শিক্ষার্থী/গবেষকগণ গবেষণা মঞ্জুরীর জন্য আবেদন করতে পারবেন। পল্লী উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাবিত পিএইচডি ও এম. ফিল গবেষণার জন্য প্রেরিত প্রস্তাবনাসমূহ **বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা মঞ্জুরী কমিটি** কর্তৃক মূল্যায়ন করা হবে।

১.৩। একাডেমী পরিচালিত এ গবেষণা কর্মসূচীর মধ্যে কেবলমাত্র এম. ফিল ও পিএইচডি গবেষণা ছাড়া অন্যান্য সকল গবেষণা মঞ্জুরীর প্রস্তাবনাসমূহ একাডেমী কর্তৃক নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করা হবে। বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ক্ষেত্রে **বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা মঞ্জুরী কমিটি** মূল দায়িত্ব পালন করবে। মূল্যায়নকারীর অভিমত অনুযায়ী বাছাইকৃত গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হওয়ার পর কমিটির সুপারিশকৃত প্রস্তাবনাসমূহ মহাপরিচালক অনুমোদন দিবেন এবং পরিচালনা পর্ষদকে যথারীতি অবহিত করবেন।

১.৪। গবেষণা মঞ্জুরী পেয়েছেন এমন গবেষকের গবেষণা যদি তৎসময়ে শেষ না হয় কিংবা খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন জমা দেয়া হয় এবং তা মূল্যায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন থাকে সেক্ষেত্রে গবেষকগণ নতুন গবেষণা মঞ্জুরীর জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

১.৫। গবেষণা প্রস্তাবনা দাখিলের সময়ে একাডেমী কর্তৃক নির্ধারিত ছক **(সংযুক্তি-খ)** অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য এবং তথ্যসমূহের সমর্থনে প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য দলিল/সনদপত্রসমূহ **(সংযুক্তি-খ (১)** আবেদনকারীকে উপস্থাপন করতে হবে।

১.৬। গবেষণার প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি অনুযায়ী গবেষণা মঞ্জুরীর টাকা ৩/4 কিস্তিতে প্রদান করা হবে। গবেষণা মঞ্জুরীর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ কোন অবস্থাতেই অগ্রিম প্রদান করা হবে না। গবেষণা কর্মের নির্দিষ্ট অগ্রগতি সাপেক্ষে **(অনুচ্ছেদ-৭ অনুযায়ী)** কিস্তির অর্থ প্রদান করা হবে।

১.৭। গবেষণা মঞ্জুরী প্রাপ্তির বিষয় একাডেমী হতে লিখিতভাবে অবহিত হওয়ার পর প্রত্যেক গবেষককে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে **(সংযুক্তি-গ)**।

১.৮। গবেষণা কাজের জন্য কোন জনবল নিয়োগ করা যাবে না। তবে এ গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারিগরি (Technical) কাজ তথা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, তথ্য সারণীকরণ ও বিশ্লেষণ (আউটপুট টেবিল), টাইপিং ইত্যাদি কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লোকবল নিয়োগ করা যাবে।

১.৯। প্রতি বছর কমিটির সুপারিশের আলোকে মহাপরিচালকের অনুমোদনপ্রাপ্ত ন্যূনতম ২টি উচ্চতর শিক্ষা বৃত্তি ও ২টি উচ্চতর গবেষণা মঞ্জুরী প্রদান করা হবে। গবেষণা মঞ্জুরী একক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গবেষণা দলের জন্য প্রযোজ্য হবে। এ নীতিমালার আওতায় ১জন গবেষক/ছাত্র/অনুষদ সদস্য যে কোন মঞ্জুরী শুধুমাত্র একবার গ্রহণ করতে পারবেন।

১.১০। একাডেমীর গবেষণা বিভাগ উল্লিখিত উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা বৃত্তির কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়সাধন করবে। গবেষণা বিভাগ এ কার্যক্রম সম্পর্কে ষান্মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক মহাপরিচালককে নিয়মিত অবহিত করবে।

২.১। উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা মঞ্জুরী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি কমিটি থাকবে। এ কমিটি একাডেমী কর্তৃক অনুমোদিত হবে। ইহা **"বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা মঞ্জুরী কমিটি"** নামে অবহিত হবে। বর্ণিত কমিটির কাঠামো হবে নিম্নরূপঃ

ক)	মহাপরিচালক	- সভাপতি
খ)	অতিঃ মহাপরিচালক	- সদস্য
গ)	পরিচালক (সকল)	- সদস্য
ঘ)	মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত দুইজন জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ	- সদস্য
ঙ)	যুগ্ম পরিচালক/উপ পরিচালক (গবেষণা)	- সদস্য সচিব

২.২। কমিটি উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা বৃত্তির জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাব/আবেদনসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে কমিটি অবশ্যই বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর কাজের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এমন গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ নির্বাচনের জন্য বিবেচনা করবে। কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রস্তাবসমূহ মহাপরিচালক অনুমোদন দিবেন এবং তিনি যথারীতি পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করবেন।

৩.০। একাডেমীর অর্থায়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার পর সেটি যদি প্রতিবেদন হিসেবে একাডেমীর অর্থায়নে ছাপার আকারে প্রকাশিত হয় তাহলে প্রকাশিত মোট প্রতিবেদনের মূল্যের শতকরা ১৫ ভাগ গবেষককে 'রয়েলটি' হিসেবে প্রদান করা হবে।

৪.০। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রদত্ত গবেষণা মঞ্জুরী ৩ (তিন) শ্রেণীর গবেষকের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি হবে নিম্নরূপঃ

৪.১ (ক) প্রফেশনাল গবেষণা মঞ্জুরীঃ উদীয়মান তরুণ গবেষকদেরকে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণার আগ্রহ সৃষ্টি এবং এ ধরনের গবেষণায় তাদের চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটানো এবং এক্ষেত্রে তাদের দক্ষ করে তোলাই এ কার্যক্রমের মূখ্য উদ্দেশ্য। এ গবেষণার ক্ষেত্রে বয়সসীমা হবে অনুর্ধ ৪০ বৎসর। একাডেমীর নবীন অনুষদ সদস্য, কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক, সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত নবীন কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সামাজিক বিজ্ঞান এবং কৃষি ও পরিবেশ বিষয়ে মাষ্টার ডিগ্রীধারী বেকার যুবক/যুবতী যারা পল্লী উন্নয়ন গবেষণায় নিজেদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে আগ্রহী তাদেরকে গবেষণা কর্মে সরাসরি সম্পৃক্তকরণ এবং গবেষণার নক্শা প্রস্তুতের কাজ থেকে শুরু করে গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন কাজে দক্ষ করে তোলাই এ কর্মসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য। পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন গবেষণায় অভিজ্ঞ গবেষকদের সংযোগকরণ এবং তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমকে সমৃদ্ধকরণ এ মঞ্জুরী কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। এধরনের গবেষণা মঞ্জুরীর পরিমাণ সর্বোচ্চ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা। দলীয়ভাবেও এ ধরনের গবেষণা মঞ্জুরীর জন্য প্রস্তাবনা দাখিল করা যাবে। যে সকল ব্যক্তি সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান অথবা আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক বেতন ভাতা পাচ্ছেন তাদেরকে বেতন বা পারিশ্রমিক হিসেবে কোন অর্থ প্রদান করা হবে না। তবে একজন

গবেষক গবেষণা কার্যটি পরিচালনার জন্য সম্মানী হিসেবে জনপ্রতি/গবেষণাদল প্রতি মাসে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হিসেবে সর্বোচ্চ ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা দাবী করতে পারবেন। ২ জন গবেষণা সহকারীর/তথ্য সংগ্রহকারী বেতন ভাতাদিসহ মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় এই মঞ্জুরীর অর্থে নির্বাহ করা যাবে। গবেষণাটি সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ সময়সীমা হবে ৬ মাস।

(খ) এম. ফিল গবেষণা মঞ্জুরীঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) এর কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন বিষয়বস্তুর উপর যারা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ফিল রেজিষ্ট্রেশন লাভে সক্ষম হয়েছেন এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ/গাইড/তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক এ মর্মে প্রত্যায়িত হয়েছেন যে তিনি সক্রিয়ভাবে এম. ফিল গবেষণায় নিয়োজিত আছেন তারা এ স্কলারশীপ পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এধরণের গবেষণা মঞ্জুরীর পরিমাণ সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণকে এ স্কলারশীপ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। গবেষকদের বেতন/সম্মানী ইত্যাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রমোশনাল রিসার্চ এর নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। তবে এম. ফিল গবেষক প্রস্তাবিত বাজেটে গবেষণা সহকারী/তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োজনের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন না।

(গ) পিএইচডি গবেষণা মঞ্জুরীঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) এর কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন বিষয়বস্তুর উপর যারা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি রেজিষ্ট্রেশন লাভে সক্ষম হয়েছেন এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ/গাইড/তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক এ মর্মে প্রত্যায়িত হয়েছেন যে তিনি সক্রিয়ভাবে পিএইচডি গবেষণায় নিয়োজিত আছেন তারা এ গবেষণা মঞ্জুরী পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এধরণের গবেষণা মঞ্জুরীর পরিমাণ সর্বোচ্চ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা। সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণকে এ গবেষণা মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। গবেষকদের বেতন/সম্মানী ইত্যাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রমোশনাল রিসার্চ এর নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। তবে পিএইচডি গবেষক প্রস্তাবিত বাজেটে গবেষণা সহকারী/তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োজন ব্যয় করতে পারবেন না।

৫.০। **উচ্চতর শিক্ষা অথবা উচ্চতর গবেষণা মঞ্জুরীর বিষয় নির্বাচন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া ঃ** একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা মঞ্জুরী প্রদান করা হবে। উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা মঞ্জুরীর আবেদনের শর্তাবলী উল্লেখপূর্বক কমপক্ষে ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে প্রতি বছর জুলাই-আগষ্ট মাসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। প্রাপ্ত আবেদনসমূহ গবেষণা বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা (কমিটির সদস্য সচিব) পত্রিকায় বর্ণিত সর্বশেষ তারিখের সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে কমিটির নিকট উপস্থাপন করবেন। প্রাপ্ত আবেদনসমূহ কমিটির সহায়তায় নিবিড় যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রকৃত যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করে মহাপরিচালকের অনুমোদনপূর্বক সকল কার্যক্রম গবেষণা বিভাগ প্রতি বছরের ৩০ অক্টোবরের মধ্যে সম্পন্ন করবে। উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা বৃত্তি প্রাপ্ত নির্বাচিত প্রার্থীর অনুকূলে বৃত্তি বরাদ্দ আদেশ ৩০ দিনের মধ্যে জারী করা হবে। অনুমোদিত উচ্চতর শিক্ষা বা বৃত্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুকূলে প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড় সে বছরের জুন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

৬.০। উচ্চতর গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ সাধরণতঃ এক অর্থবছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে একাডেমীর মহাপরিচালক প্রয়োজনবোধে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবেন। প্রতি ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণা কার্যক্রমের সকল কাজ ২ বছরের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।

৭.০। গবেষণা ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি নিম্নরূপভাবে নির্ণীত ও কিস্তি পরিশোধ করা হবে

৭.১। **১ম কিস্তিঃ** ৩০% অগ্রগতি অর্জন সাপেক্ষে গবেষণার মূল নক্শা (Research Design) চূড়ান্তকরণ, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র/সাক্ষাৎকার সূচী চূড়ান্তকরণ এবং তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায় হতে তথ্য/উপাত্ত, গৌন উৎস হলে তথা গবেষক মূলতঃ (Secondary data/information) নির্ভর হবার ক্ষেত্রে পর্যালোচিত সাহিত্য/ডকুমেন্টসমূহের তালিকা গাইড/তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক অনুমোদন এবং গবেষণা প্রস্তাবনা গবেষণা বিভাগ/অনুষদ পরিষদের সভায় উপস্থাপন;

৭.২। **২য় কিস্তিঃ** তথ্য সংগ্রহের কাজ ১০০% সম্পন্নকরণ এবং ডাটা এন্ট্রিসহ তথ্য ও উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশেøষণ;

৭.৩ **৩য় কিস্তিঃ** এম. ফিল/পি.এইচডি-র ক্ষেত্রে থিসিসটি ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়েছে এ মর্মে গাইড/তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রত্যায়ন এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে খসড়া প্রতিবেদন একাডেমীর নিকট দাখিল ও একাডেমী গবেষণা বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রেক্ষিতে মতামতের আলোকে খসড়া প্রতিবেদনটি সংশোধন এবং একাডেমীর অনুষদ পরিষদের সভায় উপস্থাপন;

৭.৪ **চূড়ান্ত ও ৪র্থ কিস্তিঃ** অনুষদ পরিষদের সভার মতামতের আলোকে গবেষণা/সমীক্ষাটির মান উন্নয়ন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর নির্দিষ্ট সংখ্যক কপি একাডেমীকে প্রদানের পর বার্ডের গবেষণা বিভাগের সুপারিশের প্রেক্ষিতে চূড়ান্ত কিস্তি পরিশোধ করা হবে। পিএইচডি ও এম. ফিলের ক্ষেত্রে গবেষক কর্তৃক ডিগ্রী লাভের সনদপত্রসহ ২ কপি থিসিস একাডেমীর নিকট জমা দানের পর চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ প্রদান করা হবে।

৮.০। গবেষণা মঞ্জুরী প্রদানের জন্য গবেষক/প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনুসৃত গাণিতিক নির্ণায়কসমূহ

মোট নম্বর = ১০০

১।	আবেদনকারীর পেশা ও বয়স (১২+৮)	২০
২।	গবেষণা প্রস্তাবনার মান	৩০
৩।	শিক্ষাগত যোগ্যতা	২০
৪।	গবেষণা কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা	২০
৫।	পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণার বিষয়বস্তুর উপযোগিতা	১০
	মোটঃ	১০০

পেশার জন্য নম্বর প্রাপ্তি

সরকারি/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/একাডেমীর অনুষদ সদস্য- ১২	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/সরকারি কলেজ শিক্ষক-১০	স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-১১	সমাজ গবেষক-৯	অন্যান্য পেশা (সর্বোচ্চ-৮)

বয়সের জন্য নম্বর প্রাপ্তি

প্রফেশনাল গবেষণা	২৫-৩০=৫	৩১-৩৫=৬	৩৬-৪০=৭	৪০$^+$=৮
এম. ফিল	২৫-৩০=৮	৩১-৩৫=৭	৩৬-৪০=৬	৪০$^+$=৫
পিএইচ ডি	২৫-৩০=৮	৩১-৩৫=৭	৩৬-৪০=৬	৪০$^+$=৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা

এসএসসি হতে মাষ্টার্স পর্যন্ত	
১।	প্রথম শ্রেণী = ৫ বা গ্রেড পয়েন্ট- A^+
২।	উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণী = ৪ বা গ্রেড পয়েন্ট- A
৩।	দ্বিতীয় শ্রেণী = ৩ বা গ্রেড পয়েন্ট (A^-)

গবেষণা কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা

প্রফেশনাল গবেষণা	গবেষণা পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি ২০ নম্বরের উপর নম্বর প্রাপ্য হবেন এবং যাদের গবেষণায় পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকবে না তারা কোন নম্বর পাবেন না।
এম. ফিল	যদি আগে কোন গবেষণা কাজে জড়িত থাকেন তাহলে গবেষণার সংখ্যা, প্রকৃতি ও পরিধি অনুসারে সর্বোচ্চ ২০ নম্বর প্রাপ্য হবেন।
পিএইচডি	যদি এম. ফিল ডিগ্রী বা মাষ্টার্স ডিগ্রীর অতিরিক্ত এমএস/এমপিএস করে থাকেন তাহলে ২০ নম্বর পাবেন এবং সংশিøষ্ট বিষয়ে ডিপেøামা করলে ৪০% নম্বর পাবেন।

পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণার বিষয়বস্তুর উপযোগিতা

(১) খুব সাম্প্রতিক বিষয় এবং বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সরাসরি ‘ইনপুট’ দিতে সক্ষম - সর্বোচ্চ - ১০

(২) সাম্প্রতিক বিষয় এবং উপযোগিতা আছে - সর্বোচ্চ - ৮

(৩) খুব সাম্প্রতিক বিষয় নয় কিন্তু সংশিøষ্ট বিষয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন আছে - সর্বোচ্চ - ৬

(৪) অন্যান্য ক্ষেত্রে - সর্বোচ্চ - ৪

গবেষণ প্রস্তাবনার মান = ৩০

উপরে বর্ণিত সবগুলো নির্ণায়কের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়া হবে গবেষণা প্রস্তাবনাটির গুণগত মানের উপর। বিষয়টি সংশিøষ্ট কমিটি যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর কমিটি/গবেষণা বিভাগ কর্তৃক গবেষণার প্রস্তাবনার মান নির্ণীত হবে।

৯.০। **অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ** প্রতিটি গবেষণা কার্যক্রমের গবেষক বা গবেষণা দলের ক্ষেত্রে প্রধান গবেষক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বা সময়ের ভিত্তিতে ৩ (তিন)টি ধাপে বা গবেষণা প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে কমিটির সভাপতি বা পরিচালক (গবেষণা)-এর নিকট পেশ করবেন। একাডেমীর গবেষণা বিভাগ কর্তৃক মাসিক সমন্বয় সভায় উক্ত চলমান গবেষণাসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

১০.০। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত সকল গবেষণা প্রস্তাবনা গবেষণা বিভাগ/অনুষদ পরিষদের সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

১১.০। পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক এম. ফিল/পিএইচডি/প্রমোশনার গবেষণার সুপারভাইজার/কো-সুপারভাইজার হিসেবে বার্ডের অনুষদ সদস্যগণ দায়িত্ব পালনসহ ফেলোদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

১২.০। **সেমিনারে খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপনঃ** গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্তির পর প্রতিটি গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন একাডেমীর গবেষণা বিভাগ/অনুষদ পরিষদ সভায় উপস্থাপন করা হবে। সেমিনারে প্রদেয় মতামত সন্নিবেশ করে পরিমার্জিত গবেষণা প্রতিবেদন ০৩ (তিন) কপি বর্ণিত কমিটির সভাপতির নিকট জমা প্রদান করতে হবে।

১৩.০। **গবেষণা প্রতিবেদন অনুমোদনঃ** উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণা বৃত্তির চূড়ান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সেমিনারের মতামতের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন বর্ণিত কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

১৪.০। **গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্তঃ** উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণা প্রসূত প্রতিবেদনের স্বত্ত একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা এর থাকবে। তবে গবেষক একাডেমীর অনুমতি স্বাপেক্ষে একাডেমীর বাহিরে অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তা প্রকাশের জন্য আবেদন করতে পারবে।

১৫.০। **গবেষণা প্রতিবেদন ছাপানোঃ** গবেষণা প্রতিবেদন ছাপানোর পূর্বে বার্ডের গবেষণা বিভাগের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সেমিনারে উপস্থাপনের পূর্বে গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচক কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে।

১৫.১। **উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা তথ্য প্রচারঃ** উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে প্রণীত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ফলাফল বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা যাবে।

১৬.০। **উচ্চতর শিক্ষা গবেষণা বৃত্তির আর্থিক ব্যবস্থাপনা**

১৬.১। **তহবিলের উৎসঃ** নিম্ন লিখিত উৎসসমূহ হতে উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণা মঞ্জুরীর তহবিল গঠন করা হবে।

ক) একাডেমীর রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অধীনে গবেষণা উপখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ।

খ) দেশি-বিদেশী সংস্থা কর্তৃক এ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অনুদান।

১৬.২। **হিসাব সংরক্ষণ**

ক) বার্ডের প্রতিবছরের বাজেটে চাহিদার আলোকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হবে।

খ) এ খাতের প্রাপ্ত বরাদ্দের যাবতীয় হিসাব বার্ডের হিসাব শাখা কর্তৃক সংরক্ষিত হবে। এ বিষয়ক আর্থিক হিসাবাদি পরিচালক (গবেষণা) ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

গ) এ বৃত্তির প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞগণ ও হিসাব শাখার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বছরে নির্দিষ্ট হারে সম্মানী বা আয়োজিত সভায় অংশগ্রহনের জন্য সিটিং এলাউন্স প্রাপ্য হবেন।

মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে কমিটি এ ক্ষেত্রে সম্মানী/সিটিং এলাউন্স নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে একাডেমীর প্রচলিত অন্যান্য সম্মানী বিতরণ নিতীমালা অনুসরণ করে তা বিতরণ করা হবে।

ঘ) এম. ফিল/পিএইচডি/গবেষণা সুপারভাইজার/গাইডগণ প্রতিবছর জনপ্রতি ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা সম্মানী ভাতা প্রাপ্ত হবেন।

ঙ) উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণা বৃত্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের জন্য বহিঃ প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা বিভাগের অধীনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করবেন। দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ একাডেমীর প্রকাশনা নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য সম্মানী প্রাপ্ত হবেন।

চ) প্রতিটি উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণা বৃত্তির ক্ষেত্রে খসড়া প্রতিবেদন একটি সেমিনারের মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ছ) অনুমোদিত উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণা বাজেটের উল্লেখিত অর্থের মোট বরাদ্দ মহাপরিচালক অনুমোদন প্রদান করবেন।

জ) উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণা মঞ্জুরী চুড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বৃত্তির অর্থ খাত ওয়ারী যথাযথভাবে খরচ করে সমন্বয় বিল দাখিল করে অর্থের বরাদ্দ গ্রহণ করতে হবে এবং এ মর্মে লিখিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে। যথাসময়ে উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদানকৃত অর্থ ফেরত প্রদানের অঙ্গিকারনামা প্রদান করতে হবে।

১৭.০। বার্ড উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা মঞ্জুরী প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রয়োগ ও পরিবর্তন

১৭.১ । একাডেমীর রাজস্ব বাজেট বা বৈদেশিক অনুদানসহ প্রাপ্ত অর্থে পরিচালিত উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের জন্য এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অন্য কোন উৎস হতে প্রাপ্ত বৃত্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালার শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে না।

১৭.২ । সময়ের পরিবর্তন বা উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় যদি এ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে **"বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা বৃত্তি কমিটি"**- এর সুপারিশক্রমে মহাপরিচালক তা পরিবর্তন করতে পারবেন এবং তিনি সে বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদের পরবর্তী সভায় অবহিত করে সম্মতি গ্রহণ করবেন।

সংযুক্তি-ক

Format for Research Proposal

1. Title of the Study Proposal

2. Statement of the Issue/Problem

i. What specific issues to be studied?
ii. Has the issue been previously studied? If so, state the findings in brief.
iii. How the study fills up the gaps into state of knowledge?
iv. Can it be used to verify or support other findings?
v. Why the study is essential?

3. Hypothesis/Research Questions (if any)

4. Objective of the Study

i) General Objective of the study
ii) Specific Objectives of the study

5. Importance/Justification of the Study

i. How is it important academically?
ii. How it serves Rural Development objectives of country?
iii. Relevance to policy formulation for the country?

6. Scope of the Study

i. Which specific areas/issues will be covered in the study.

7. Methodology

i. Types of research i.e, Qualitative or Quantatitive (Whether the study will be Sample Survey, Case study, Ethnography etc.)
ii. How will the study proceed?
iii. What will be the sources of information?
iv. What methods /tools /techniques will be used in collecting the information/data?
v. Will you draw conclusions/inferences?
vi. Any recommendations to be made?

8. Data Analysis

i. How data will be analysed (manually or using software)
ii. What theory will be and to analyse data

9. Limilation of the study (if any)

10. Implementation (How the study will be practically accomplished)

iii. Who are the researcher(s) and her/his/their associates?
iv. Who will collect data and tabulate?
v. Who will provide technical assistance and guidance, if necessary?

11. Budget

i. Break-up of the cost.

12. Work Plan

i. How much time will be needed to complete the project?
ii. When the project will start and when will be completed?
iii. Details of work plan:
a. Preparation of questionnaire, b. Data collection, c. Data processing, d. Draft report writing, e. Review, f. Final report writing

13. Signature of the Researcher(s)

14. Recommendation of the Research Division of BARD.

15. Approval of the Grant/Scholarship Committee

সংযুক্তি-খ

Bangladesh Academy for Rural Development
Kotbari, Comilla

Proforma for Submission of Research/Study Proposal

1. Title of the research/study with a brief description :
2. Has any work on this or allied field been done here or elsewhere please give details :
3. Objectives of the study/research :
4. Methods of investigation (with particular reference to sample size and population) :
5. Possible use of research findings :
6. Detailed work plan of the study/research including number or personnel to be involved in data :
7. Approximate time required for completion of the study/research :
8. Detailed estimate of cost involved (phase wise cost is to be shown) :
9. Assistance received from any other source :
10. Whether this research proposal has been submitted to any other agency for financial assistance :
11. Name of the applicant (Please give your C.V. along with this research proposal) :
12. Name of the Guide/Supervisor with his/her present address (Please give his/her C.V.) :
13. Name of the affiliated institution/organization :
14. Other relevant information if any :

Signature of the Applicant with Dateঃ
Address of the Applicantঃ
Designation and Name of the Institutionঃ
E-mailঃ
Telephone/Mobileঃ

সংযুক্তি-খ (১)

Bangladesh Academy for Rural Development
Kotbari, Comilla

NOTICE TO APPLICANT FOR RESEARCH/STUDY GRANTS, M. Phil/Ph.D. SCHOLARSHIP AND FELLOWSHIP

The following documents should be submitted:

	1	Three copies of the research proposals as per advertisement, guidelines, and proforma
	2	Photo copies of the educational certificates particularly the SSC pass certificate or any other document supporting applicant's present age.
	3	Two copies of the passport size photograph of the applicant
	4	Acceptance letter from the affiliated institution/organization under wherein the applicant wishes to conduct his study/research.
	5	Name of the supervisor/guide in case of promotional, M. Phil and Ph.D research (the C.V. of the supervisor/guide should be submitted).
	6	No objection certificate form the applicant's employing institution/organization
	7	M. Phil/Ph.D registration certificate and admission docoment (for M. Phil and Ph.D candidate).
	8	In case of Government employee no objection certificate from the controlling Ministry/Division.

....

* Research/study proposals can be submitted either in Bengla or English, and in case of M. Phil and Ph.D it should be in English.

** Application will not be considered until all the above documents are delivered.

<u>সংযুক্তি-গ</u>

চুক্তিনামা

(আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণাল-এর নমুনার আলোকে প্রণীত)

এই চুক্তি নামা অদ্য..........................তারিখে নিম্নবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত হইল।

প্রথম পক্ষঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ইহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধিনস্ত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) এর পরিচালক গবেষণা।

দ্বিতীয় পক্ষঃ...যেইহেতু দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির পরিশিষ্ট 'ক'-তে উল্লিখিত প্রস্তাবনা অনুযায়ী ....শীর্ষক গবেষণা কার্যটি .... সময়ের মধ্যে সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছেন, সেইহেতু উপরে বর্ণিত পক্ষগণ নিম্নবর্ণিত শর্তে এই চুক্তি সম্পাদন করিলেনঃ

শর্তাবলীঃ

(ক) পরিশিষ্ট 'ক' এই চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহাতে উল্লিখিত গবেষণা প্রকল্প এই চুক্তির অধীন সম্পাদনীয় প্রকল্প হইবে;

(খ) প্রথম পক্ষ উক্ত গবেষণা কায সম্পন্ন করা জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বোচ্চ... টাকা মাত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মোট ৪ (চার) কিস্তিতে প্রদান করিবে।

(গ) মঞ্জুরীকৃত টাকার কিস্তিগুলি হইবে নিম্নরূপঃ

(১) প্রথম কিস্তি শতকরা ২৫ ভাগ অর্থাৎ..টাকা কমপক্ষে ২৫ ভাগ কার্য সম্পাদনের পর তত্তাবধায়ক/সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ২৫ ভাগ কাজ সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, এই মর্মে সনদ এবং বিল ভাউচারাদি প্রাপ্তির পর প্রদান করা হইবে।

(২) দ্বিতীয় কিস্তি শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ..টাকা কমপক্ষে ৫০ ভাগ কার্য সম্পাদনের পর তত্তাবধায়ক/সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ৫০ ভাগ কাজ সন্তাষজনকভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, এই মর্মে সনদ এবং বিল ভাউচারাদি প্রাপ্তির পর প্রদান করা হইবে।

(৩) তৃতীয় কিস্তি শতকরা ৭৫ ভাগ অর্থাৎ..টাকা কমপক্ষে ৭৫ ভাগ কার্য সম্পাদনের পর তত্ত্বাবধায়ক/সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকটি হইতে ৫০ ভাগ কাজ সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, এই মর্মে সনদ এবং বিল ভাউচারাদি প্রাপ্তির পর প্রদান করা হইবে।

(৪) শেষ/চূড়ান্ত কিস্তি শতকরা ১০০ ভাগ অর্থাৎ..টাকা চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য শর্তাবলী পুরণের পর চূড়ান্ত কিস্তি হিসাবে প্রদান করা হইবে।

(ঘ) উপ দফা (১) এর অধীনে গৃহীত অর্থের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে এতদসঙ্গে সংযুক্ত ফরম 'গ'-তে এই মর্মে একটি জামানত (Security) দাখিল করিতে হইবে যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত অর্থ যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইবে সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হইলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হইলে জামানত দাতা নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের ভিতর উক্ত অর্থ অথবা/ক্ষেত্রমত, উহার অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(ঙ) গবেষণা কার্যের জন্য প্রতি ....সময়কে একটি টার্ম হিসাবে গণ্য করা হইবে। প্রতিটি টার্ম সমাপনান্তে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের নিকট এতদ্সংগে সংযুক্ত ফরম 'ক'-তে তিন প্রস্ত টার্ম রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

(চ) নির্দিষ্ট বাজেট এবং নির্ধারিত সময়ে কোন সংগত বা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে অনুরূপ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করিতে হইবে। এবং প্রথম পক্ষের নিকট হইতে গৃহীত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় পক্ষ ফেরৎ দান করিতে বাধ্য থাকিবেন। প্রকৃত ব্যয়, মঞ্জুরীকৃত মোট অর্থের কম হওয়ার ক্ষেত্রে অব্যয়িত অর্থ প্রথম পক্ষকে ফেরৎ প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ বাধ্য থাকিবেন।

(ছ) গবেষণা কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রথম পক্ষের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে উক্ত কার্য পরিদর্শন ও তদারকি করিতে পারিবেন।

(জ) প্রথম কিস্তির অর্থ গ্রহণের তারিখ হইতে ....সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিয়া সম্পাদিত ....কপি টাইপকৃত খসড়া প্রতিবেদন প্রথম পক্ষকে প্রদান করিবেন।

(ঝ) প্রথম পক্ষ উপযুক্ত কোন বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রথম পর্যায়ে প্রস্তাবনা এবং পরবর্তী পর্যায়ে খসড়া প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করিবেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ যদি প্রস্তাবনা বা খসড়া প্রতিবেদনটিতে কোন রকম পরিবর্তন বা সংশোধনের সুপারিশ করেন তাহা হইলে উক্ত পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দান করিবেন। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(ঞ) দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন উপরে উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক চূড়ান্তকরণের পর.......................... গবেষণা প্রতিবেদন, এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত ফরম ‘খ’-তে .... প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন এবং ....খরচের সর্বশেষ হিসাব প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করার পর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে শেষ কিস্তির বাকি সমুদয় অর্থ প্রদান করিবেন।

(ট) এই চুক্তির অধীন সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণরূপে প্রথম পক্ষের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে। তবে প্রথম পক্ষের প্রকাশণা নীতিমালা অনুসরণ করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিবেদনটি মুদ্রণ, প্রকাশ কিংবা বিক্রয় করিতে পারিবেন।

(ঠ) এই চুক্তির অধীন গবেষণা কার্যের জন্য প্রদত্ত অনুদানের টাকায় ক্রয়কৃত যে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সামগ্রী যেমনঃ প্রিন্টার, কম্পিউটার, external Hard drive চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সাথে প্রথম পক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে। এবং

(ড) গবেষণা কার্য চলাকালীন সময়ে দ্বিতীয় পক্ষ অন্য কোন গবেষণা কার্যে বা কোন প্রকল্পের কার্যে অংশগ্রহণ করিতে অথবা এই চুক্তির অধীন গবেষণা কার্য অসমাপ্ত রাখিয়া দ্বিতীয় পক্ষ ১ (এক) মাসের অধিক মেয়াদের জন্য বাংলাদেশের বাহিরে যাইতে পরিবেন না এবং যদি তিনি অনুরূপ মেয়াদের জন্য বাংলাদেশের বাহিরে যান তাহা হইলে তিনি এই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইবে। যে ক্ষেত্রে বিদেশে অবস্থানের মেয়াদ ১ (এক) মাসের বেশী হইবে সেই ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বাক্ষীঃ প্রথম পক্ষ

১।

দ্বিতীয় পক্ষ

২।

জামানতনামা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে জামানতনামা দাখিল করিতেছি যে, গবেষক .... কর্তৃক ....শীর্ষক গবেষণাটি সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী এর সহিত সম্পাদিত চুক্তিনামা অনুযায়ী গবেষণা কর্মটির জন্য.......................... টাকা যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইবে সেই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হইলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হইলে জামানত দাতা হিসাবে আমি নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত অগ্রিম অর্থ বাবদ................ টাকা বা ক্ষেত্রমত অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব।

জামানতকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ

জামানতকারীর নাম ঃ

পদবী ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

ফরম-‘ক’

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

(গবেষণা প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণা প্রকল্পের শিরোনামঃ..

২। যে প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত (Affiliated) থেকে যে গবেষণা কার্যটি পরিচালিত হইতেছে

উহার নামঃ .... ।

৩। (ক) গবেষক/প্রকল্প পরিচালক এর নামঃ..

(খ) এই গবেণায় যে সব ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হয়েছে তাহাদের নাম, পদবী, ঠিকানাঃ.........................

....

৪। গবেষণা কার্য শুরু ও সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখঃ...

৫। (ক) মঞ্জুরীকৃত মোট গবেষণা অনুদানের পরিমাণঃ..

(খ) এই যাবৎ প্রাপ্ত গবেষণা অনুদানের পরিমাণঃ..

(গ) এই যাবৎ ব্যয়িত গবেষণা অনুদানের পরিামণঃ...

৬। গবেষণা কার্যের উদ্দেশ্যসমূহ যা অনুমোদন করা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

৭। গবেষণা কার্যে যে পদ্ধতি এবং কলাকৌশলসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে তার বিবরণঃ

৮। গুণাগুণ ও পরিমাণের ভিত্তিতে গবেষণা প্রস্তাবনা অনুযায়ী এ যাবৎ সমাপ্ত কাজের বিবরণ (শতকরা হার সহ)ঃ

৯। উপসংহার

* সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান/তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরঃ
তারিখঃ

গবেষকের স্বাক্ষর
স্বাক্ষরঃ
তারিখ

....

* ৮ ও ৯ নম্বর ক্রমিক নম্বরসমূহের তথ্যাদি গবেষণা প্রকল্পটির অগ্রগতি যথাযথভাবে মূল্যায়নের জন্য বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত করতে হবে।

ফরম-‘খ’

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

(সর্বশেষ তথা চূড়ান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণা প্রকল্পের শিরোনামঃ

২। গবেষক/প্রকল্প পরিচালকের নামঃ

৩। বস্তু-সংক্ষেপঃ
(এক হাজার শব্দের মধ্যে অবশ্যই Soft Copy জমা দিতে হবে)

৪। সূচনা ও পটভুমিঃ
(এতদ্‌বিষয়ে ইতোপূর্বে সম্পাদিত সকল গবেষণা/সমীক্ষার উদ্ধৃতিসহ)

৫। গবেষণা অনুসৃত পদ্ধতি/পরীক্ষাসমূহঃ

৬। ফলাফর ও আলোচনাঃ
(সারণী, লেখ-চিত্র, চার্ট ইত্যাদির আকারে যখন যা প্রয়োজনীয়,এরূপ উপাত্ত সন্নিবেশিত করতে হবে)

৭। উপসংহারঃ

* সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান/তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরঃ — গবেষকের স্বাক্ষর
তারিখঃ — তারিখ

....

গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন ছক

১। গবেষণা শিরোনামঃ ....
....

২। গবেষকের নাম ও ঠিকানাঃ ....
....

৩। গবেষণা ধরনঃ

(ক) প্রমোশনাল ☐

(খ) ফেলোসীপ ☐

(গ) প্রতিষ্ঠানিক ☐

৪। গবেষণার উদ্দেশ্যবলী (Objectives) পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে কিনা ?

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে)ঃ

৫। গবেষণার পরিধি (Scope) পুরোপুরিভাবে উলেøখ করা হয়েছে কিনা ?

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে)ঃ

৬। গবেষণার পদ্ধতি যথাযথভাবে উলেøখ ও ব্যাখ্যায়িত হয়েছে কিনা এবং উল্লিখিত পদ্ধতি গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে কিনা ?

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে)ঃ

৭। সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review) যথাযথভাবে হয়েছে কিনা (যদি এ পর্যালোচনা প্রয়োজন থাকে) ?

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে)ঃ

৮। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যাবলী (Data) পরিশুদ্ধ এবং যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে কিনা।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে)ঃ

৯। তথ্যের বিন্যাস ও বিশ্লেষণ মোটামুটি সন্তোষজনক হয়েছে কিনা।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে)ঃ

১০। গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী এবং যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা বিশ্লেষণের প্রতিশ্রুতি গবেষক দিয়েছিলেন সে অনুযায়ী তিনি কাজ সম্পন্ন করেছেন কিনা।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে)ঃ

১১। প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধকৃত উপাত্ত, তথ্য, বিশ্লেষণ ও বর্ণনায় পারস্পরিক সঙ্গতি (Internal consistency) বজায় আছে কিনা।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) আদৌ নেই ☐

(ঘ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে)ঃ

১২। ফুটনোট ও রেফারেন্সিং যথাযথভাবে হয়েছে কিনা।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) আদৌ নেই ☐

(ঘ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে)ঃ

১৩। গবেষণার উপসংহার প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত যুক্তি এবং তথ্যের সাথে সংগতিপূর্ন কিনা।

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) আদৌ নেই ☐

(ঘ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে)ঃ

১৪। প্রয়োজনীয় গ্রন্থপঞ্জী যথারীতিতে প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা ?

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) আদৌ নেই ☐

(ঘ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে)ঃ

১৫। প্রতিবেদনে ভাষাগত সৌকর্য রয়েছে কিনা ?

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) আদৌ নেই ☐

(ঘ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে)ঃ

১৬। প্রতিবেদনে বড় রকমের সম্পাদনার (Editing)-এর প্রয়োজন রয়েছে কিনা ?

(ক) হ্যাঁ ☐

(খ) না ☐

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে)ঃ

১৭। গবেষণাটি কোন মৌলিকতা/স্বকীয়তা কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে কোনরূপ অবদান রাখতে সক্ষম হবে কিনা সে বিষয়ে সংক্ষেপে আপনার মন্তব্য দিন।

১৮। এ গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে আপনার মতামত দিন (অনুগ্রহ করে টিক চিহ্ন দিন)ঃ

চমৎকার	☐	খুব ভালো	☐
ভালো	☐	মোটামুটি	☐
সন্তোষজনক নয়	☐		

১৯। এ গবেষণা এবং গবেষণা প্রতিবেদনের গুরুত্ব ও গুণগত মান সম্পর্কে অপনার চূড়ান্ত মন্তব্য দিন।

মূল্যায়নকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ
নাম ঃ

পদবী	ঃ
ঠিকানা	ঃ